যায়যায়দিন

তারিখ 27 APR 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

গ্রেডিং বৈষম্য দূরীকরণের দাবিতে উত্তপ্ত হচ্ছে বিভিন্ন ক্যাম্পাস

এম মামুন হোসেন

গ্রেডিং বৈষম্য দূরীকরণের দাবিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দাবি আদায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। ৩০ এপ্রিলের মধ্যে গ্রেডিং বৈষম্য দূর করা না হলে কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে শিক্ষার্থীরা।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা জানায়, সম্প্রতি সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান চাকরির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে গ্রেড পয়েন্ট ও ডিভিশনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ড নির্ধারণ করছে। ২০০১ সালে এসএসসি পরীক্ষায় দেশে প্রথমবারের মতো গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা হয়। ২০০১, ২০০২ ও ২০০৩ সালের এসএসসি এবং ২০০৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফলে চতুর্থ বিষয়ের নাম্বার যোগ করা হয়নি। পরবর্তী বছরগুলো থেকে চতুর্থ বিষয়ের গ্রেডিং : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

গ্রেডিং : উত্তপ্ত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নাম্বার যোগ করা হচ্ছে। জানা গেছে, বেশ কিছু সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকরির বিজ্ঞপ্তিতে এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ-৪.৫ বা তার ওপরে গ্রেডকে প্রথম শ্রেণী, জিপিএ-৪.২৫ থেকে ৪.৪৯ পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণী এবং এর নিচে হলে তৃতীয় শ্রেণী ধরা হচ্ছে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ২৯তম বিসিএস বিজ্ঞপ্তিতে ৪.০০ বা তার বেশি গ্রেডকে প্রথম শ্রেণী এবং এর নিচের গ্রেড পয়েন্টকে দ্বিতীয় শ্রেণী ধরা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানান, গ্রেডিং বৈষম্য দূরীকরণের দাবিতে ১৮ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে মানববন্ধন এবং বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি দেয়। এরপর ২২ এপ্রিল শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গেও শিক্ষার্থীরা দেখা করে।

গ্রেড পয়েন্টকে বিভাগে রূপান্তরের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নসহ তিন দফা দাবিতে মৌন মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা। গ্রেডিং ডিভিশন বৈষম্য প্রতিরোধ কমিটির ব্যানারে রোববার ক্যাম্পাসে তারা ওইসব কর্মসূচি পালন করে। পরবর্তী কর্মসূচি হিসেবে শিক্ষার্থীরা আগামীকাল শিক্ষামন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেবে। চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য না পেলে তারা কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করবে।

রোববার সকাল সাড়ে ১০টায় জবি শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে মৌন মিছিল বের করে। মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ মিনারের সামনে এসে শেষ হয়। মিছিল পরবর্তী সমাবেশে বক্তারা গ্রেড পয়েন্টকে বিভাগে রূপান্তরের নানা বৈষম্য তুলে ধরে বলে, ২০০১, ২০০২ ও ২০০৩ সালে মাধ্যমিক এবং ২০০৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা এ বৈষম্যের বেশি শিকার হচ্ছে। গ্রেড পয়েন্টকে বিভাগে রূপান্তরের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ না করায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান চাকরির ক্ষেত্রে ইচ্ছামতো গ্রেড পয়েন্ট নির্ধারণ করছে। এ কারণে ভালো পয়েন্ট থাকা সত্ত্বেও তারা এসব নিয়োগের জন্য অযোগ্য বিবেচিত হচ্ছে। এ সময় তারা জিপিএ-৩.৫ থেকে এর ওপরের গ্রেডকে প্রথম শ্রেণী, জিপিএ-২.৫ থেকে ৩.৪৯ পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণী এবং জিপিএ-২.৪৯-এর নিচের গ্রেডকে তৃতীয় শ্রেণী নির্ধারণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারির আহ্বান জানায়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী অনার্স ও মাস্টার্সের গ্রেডিং বৈষম্য বাতিলের দাবিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। শনিবার সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবনের সামনে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডি ও পুলিশের হস্তক্ষেপে তা পণ্ড হয়ে যায়।

অভিযোগ রয়েছে, ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে চবিতে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হওয়ার কথা। কিন্তু তা হয়নি। বিভিন্ন বিভাগ তাদের ইচ্ছামতো গ্রেডিং পয়েন্ট নির্ধারণ করেছে। এ সমস্যা সমাধানে এর আগে চবি প্রক্টরকে একটি স্মারকলিপিও দেয় ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কোনো উদ্যোগ না নেয়ায় তারা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে।

সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ও একই দাবিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।